একক ৪৮ ❒ মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ সর্গ

গঠন

৪৮.১ উদ্দেশ্য

৪৮.২ প্রস্তাবনা

৪৮.৩ মধুসূদন দত্ত ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

৪৮.৪ মূলপাঠ

৪৮.৫ সারাংশ—১

৪৮.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (৬ষ্ঠ সর্গ), শব্দার্থ টীকা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৮.৭ মহাকাবা ঃ স্বরূপ, বৈচিত্র্য

৪৮.৮ মেঘনাদবধ কাব্য—কাহিনী বিন্যাস (৬ষ্ঠ সর্গ)

৪৮.৯ মেঘনাদবধ কাব্য—দেশী-বিদেশী প্রভাব, রসবিচার, ট্র্যাজেডি ও নিয়তিবাদ

৪৮.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

৪৮.১১ মেঘনাদবধ কাব্যের (৬ষ্ঠ সর্গ) ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার

৪৮.১২ সারাংশ

৪৮.১৩ উত্তরমালা

৪৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪৮.১ উদ্দেশ্য

যদি আপনি এই একক সযে- পাঠ করেন এবং অনুশীলনগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারেন তাহলে আপনি—

- ১৯ শতকের আধুনিক বাংলা কাব্যধারার অন্যতম মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- মহাকাব্য-শৈলীর অন্যান্য কবিকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহাকাব্যপাঠ ও বিশ্লেষণ-এর সূত্রগুলির ধারণা করতে পারবেন।

৪৮.২ প্রস্তাবনা

আপনারা এই এককটি পড়ে উনিশ শতকের নবজাগৃতির বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে যুগন্ধর মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ মহাকাব্যে কীভাবে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের একটি সামগ্রিক প্রচ্ছন্ন চিত্রের পটভূমিকায় তুলে ধরেছেন সেটি বুঝতে পারবেন। মেঘনাদবধের কাহিনী-উপকরণ কোনো একটি বিশেষ রামায়ণ নয়, বলা যেতে

পারে বাঙালির রামায়ণ-সংস্কার থেকে আহরণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধুসূদনের মাদ্রাজ সূত্রে তামিল-কম্বন্ রামায়ণের প্রভাব। কম্বন্ রামায়ণে রাবণ কুৎসিত বা অত্যাচারী শাসক নয়। মধুসূদন রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনায় বাল্মীকি কৃত্তিবাসের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটিয়ে আর্যজাতিসুলভ উন্নতন্মন্য মূঢ়তা ভেঙে দিয়েছেন। এভবে তিনি পুরাণকে যে নতুনতর অর্থে ব্যঞ্জিত করেছেন তার পেছনে সে সময়ের মানসপটভূমিটি কাজ করেছে।

ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, মায়াদেবী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলি কাব্যের চরিত্র বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে রাম লক্ষ্মণের প্রতি কবির মমতা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হলেও রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি তাঁর গভীরতর পক্ষপাত ফুটে উঠেছে। এটি কবির ব্যক্তিগত ; কিন্তু সমকালের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রাচীন ধারণা ও সংস্কারের পুনর্বিচার করার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। মধুসূদনের এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছত্রশেষে মিলের বিলোপ এবং যতি স্থাপনের স্বাধীনতা। তিনি বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনার প্রয়োজনে ছন্দোবন্ধনকে ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইচ্ছামত সাজিয়েছেন। ফলে দেখা দিয়েছে ছত্র-উল্লঙ্ঘনকারী প্রবহমানতা (enjambment)।

ষষ্ঠ সর্গটি ভালো করে পড়ে কাব্যগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে নানা নতুন বিষয় আপনার নজরে পড়বে যার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। মরমি রসগ্রাহী পাঠক শুধু কাব্য পাঠ করেন না, তিনি কীভাবে এবং কোন্ বিশেষ রীতির মাধ্যম ব্যবহার করে কবি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তার কারণ সন্ধান করে কবির শিল্পকৃতিরও বিচার করেন। এ সম্পর্কে কিছু ধারণা এককের ৪৮.৯, ৪৮.১১, ৪৮.১২, ৪৮.১৪ উপবিভাগে দেওয়া হয়েছে। সর্গটি বিশ্লেষণ করে পড়বার সময় কিছু আভিধানিক শব্দ ও গুরুত্বপূর্ণ কাব্য-বাক্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে মনে করে ৪৮.৬ উপবিভাগটি প্রস্তুত করা হয়েছে, এতে আপনাদের সুবিধা হবে। এছাড়াও আপনারা কিছু বিশেষ পঙ্‌ক্তি নির্বাচন করে গভীর ও সযে- পাঠ করতে পারেন।

আপাতত ষষ্ঠ সর্গ পড়ে কাব্যটি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। সঙ্গে কিছু অনুশীলনী দেওয়া আছে, সেগুলি এবং লেখক ও রচনা সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা আছে তা পাঠবস্তু বুঝতে সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৪৮.৩ মধুসূদন দত্ত ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন স্বরচিত সমাধি লিপিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন ঃ

'যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা, দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ, নামে, জননী জাহ্নবী।'

কবির জন্ম ২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, আম-জাম-কাঠাল গাছের শ্যামলতাস্নিগ্ধ একটি সাধারণ গ্রাম। এই গ্রামে জন্মের পর আরও সাত বছর কাটিয়েছেন। এর স্মৃতি তাঁর মানসলোকে স্থায়ী হয়ে ছিল। পিতৃসূত্রে তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, মাতৃসূত্রে তাঁর জমিদারি রক্তের সঙ্গে যোগ ছিল। মা ছিলেন জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। মধূসূদন চার-পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। সে সময় আইন-আদালত ফারসির চলন ছিল। তাই সেই ছয়-সাত বছর বয়সেই মধুসূদন ভিন্ন গ্রামের এক মৌলবির কাছে ফারসি পড়তেন। বাড়িতে মায়ের কাছে সাগ্রহে রামায়ণ, মহাভারত মঙ্গালকাব্যের পাঠ নিয়েছেন। বারো বছর বয়সে কলকাতায় আসেন। রাজনারায়ণ তখন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি

করতেন। পরে খিদিরপুরে একটি বাড়ি কিনে (১৮৩২) স্থায়ী হন। মধুসূদনের পিতা তাঁকে কলকাতায় এনে হিন্দু কলেজে ভর্তি করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কিছু কবিতা খ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিলাত যাওয়ার আগ্রহ ও বাবা-মার ঠিক করা বিবাহ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত মধুসূদনের হিন্দু কলেজে পড়া হল না, তাই তিনি বিশপস্ কলেজে (শিবপুর) ভর্তি হলেন। পিতাই তাঁর শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করতেন। এখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পরে অসন্তুষ্ট রাজনারায়ণ আর্থিক সাহায্য বন্ধ করায় তিনি ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ চলে যান (১৯৪৮)। শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। এখানেই রেবেকা ম্যাক্টাভিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও খ্রিস্টীয় মতে বিবাহ। মাদ্রাজ প্রবাসে তিনি তামিল, তেলুগু, গ্রিক ও হিব্রু ভাষা নিয়মিত চর্চা করতেন।

মধুসূদনের প্রথম বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামক আর এক ইংরেজ মহিলাকে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রেবেকা পরাজিত হলেন। আত্মনিবেদন পরায়ণা হেনরিয়েটা শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন। ১৮৫৬ তে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতার পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। সে সময়ই তাঁর বাংলা লেখনী চর্চা শুরু। শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক, ১৮৫৯ সালে দুটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং ১৮৬০-এ পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। এখানেই প্রথম অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা করেন। ১৮৬০ অমিত্রাক্ষরে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' আর ১৮৬১ 'মেঘনাদবধ কাব্য'* ও 'ব্রজাঙ্গনা' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রকাশিত হয়। তারপর 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২)। এ সময় পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের পর বিলি ব্যবস্থা করে, ১৮৬২-র ৯ জুন বিলাত যাত্রা করেন। ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য 'গ্রেজ ইনে' ভর্তি হন। ওই বৎসরই ১৯শে আগস্ট পাশ করে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন। মধুসূদন বিদেশে বাসকালেই রচনা করেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। জীবন সায়াহ্নে 'হেক্টর বধ' (১৮৭১) গদ্যকাব্য ও 'মায়াকানন' নাটক (১৮৭৪) রচনা করেছিলেন।

মহাকবির শেষজীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে জর্জরিত। অসুস্থ কবি আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩-এ। তাঁর তিনদিন পূর্বে ২৬শে জুন হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়।

বর্তমান এককের পাঠ্যবস্তু মেঘনাদবধ কাব্য-এর ৬ষ্ঠ সর্গ। মহাকাব্যের রীতি অনুযায়ী এ সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে-'বধ'—"ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠ ঃ সর্গ।"

ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাকালের সূচনা রামরাবণের যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন সকালে। স্থান—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার, বিষয়বস্তু লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ। 'বধে'—এর মূল ঘটনাটি রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরিত্রে, ঘটনা উপস্থাপনা ও পরিণতিতে রামায়ণ অনুসরণ করা হয়নি। রামচন্দ্রের আশঙ্কা, বিভীষণের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা, রামের দৈববাণী শোনা ও আকাশে সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দেখা, মায়া-লক্ষী সংলাম, বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণের মায়াবলে লঙ্কা প্রবেশ, নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ, মেঘনাদকর্তৃক কোষা দিয়ে লক্ষ্মকে আক্রমণ ও ফলে তাঁর মূর্চ্ছা, মেঘনাদ-বিভীষণ সংবাদ, মায়ার যে- লক্ষ্মণের চেতনা লাভ ও দৈবাস্ত্রের সাহায্যে মেঘনাদকে তীক্ষ্মশরে বিদ্ধ করা, রক্তাক্ত মেঘনাদের উক্তি—'দুঃখ যে, একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে।'

---

* ১ম খণ্ড - ১ম সর্গ - ৫ম সর্গ, ১২৬৭ সন,
২য় খণ্ড - ৬ষ্ঠ সর্গ - ৯ম সর্গ ১২৬৮ সন
একে খণ্ডে ১৮৬১ খৃঃ

৪৮.৪ মূলপাঠ ঃ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা ; শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর[১] সংগ্রাম।
কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য আজি, দেব, তব আশীর্বাদে
চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি, কাননে,
পুজিনু চামুণ্ডে[২], প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ[৩] যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এরে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে
পুজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসূত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা[৪] যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে[৫] যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি ? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে

১. নশ্বর — নাশশীল, এখানে 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
২. চামুণ্ডে — বালীর নাম। ইনি ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেছিলেন বলে চামুণ্ডা নামকরণ হয়েছে।
৩. মহোরগ — মহাসর্প।
৪. নিকুম্ভিলা—লঙ্কার পশ্চিমদিকের গুহা বিশেষ, সেখানে অবস্থিতা দেবী।
৫. পিধানে—কোষে, খাপে।

ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ; ৫০
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোনিতস্রোতঃ হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল[৬] মহীরে !
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে-
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে ৬০
(হে বিধি ; কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে ?
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা !"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে ৭০
ডরায় সে ত্রিভুবনে ! দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষী[৭] পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ[৮] ; শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল ৮০
দেব-আজ্ঞা ? ধর্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গালঘট ভাঙে পদাঘাতে ?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র, —"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস,[৯] অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি, ৯০
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—'হায় ! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত[১০] গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে ১০০
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্বুররাজ[১১] ! উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র[১২], দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে

৬. আর্দ্রিল—আর্দ্র, সিক্ত করল বা ভেজাল। ৭. সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র। ৮. বিরূপাক্ষ—শিব। ৯. বাসবত্রাস—বাসব বা ইন্দ্রের ভয়ের কারণ। ১০. জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছন্ন। ১১. কর্বুররাজ—(কর্বুর—রাক্ষস), রাক্ষসরাজ। ১২. বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র।

মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী ১১০
কবরী ; ভাতিছে কেশে র-রাশি ;—মরি !
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ-নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পুজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে ১২০
দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে !"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
"স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরায় কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল ১৩০
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্মিলা বধু ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ; — 'নয়নের মণি
আমার, হরিলি, তুই রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে ! ১৪০
সঁপিনু এ ধন তোরে ! রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধুম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী ১৫০
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি, ১৬০
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে[১৩]
ভৈরব আরবে[১৪] দেশ পুরিছে চৌদিকে !
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,

১৩. ফণীর স্বননে—সর্প গর্জন শব্দে।
১৪. আরবে—শব্দে। রব > আরব, আরাব।

হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর[১৫]—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ ; —"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে !
নহে ছায়াবাজি[১৬] ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী !"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি—
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দ্বীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ[১৭] দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরিপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী-মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী !
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্ককুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যাবে উথলে নির্ঘোষে !
বাহিরিলা বীরবর, বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে !
বরিষলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গালবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর ; "তব পদ্যম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুল না, দেরি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙ্গা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,[১৮]
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে !"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দাবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে[১৯] ; পবন অমনি।
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী ! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্বরী,

১৫. অজাগর - অজগর - বড়ো সাপ বিশেষ। ১৬. ছায়াবাজি—অলী মায়াজাল। ১৭. নিষঙ্গ—শরাধার, তূণীর।
১৮. মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবাপ্রিয়ে। ১৯. দিবিন্দ্র দিবে—দেবরাজ ইন্দ্র-স্বর্গে।

তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে ! ২৩০
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী !
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামেব, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে
রথিবর ! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে-
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে !"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে[২০] বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।" ২৪০
বন্দি রাঘবেন্দ্র পদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে !
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা-
রক্ষঃকুলে-রাজলক্ষ্মী-রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবী, গতি এবে তব ২৫০
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে,[২১] তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানলসম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে ২৬০
ধর্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া,[২২] অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রের তুমি পশিতে নগরে ২৭০
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী — অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যুষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
ভাঙিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, মিশা-অবসানে, ২৮০
সুধাকর-কর-জাল রবি-কব-জালে !
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি !
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত ২৯০

২০. মহেষ্বাসে—মহাধনুর্ধর (রামচন্দ্র)।২১. নীলাম্বুসুতে—সমুদ্রে কন্যা—লক্ষ্মী।২২. বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্ববাসীর আরাধ্যা (মায়াদেবী)।

যেন দেব ত্বিষাম্পতি,[২৩] কিম্বা বিভাবসু
ধুমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী-
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী, কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র[২৪] ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গা বল দ্বারে ;—মাতঙ্গো নিষাদী,
তুরঙ্গামে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য ; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !
হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভূক্‌রূপী
বিরুপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়নধারী,[২৫]
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ;[২৬] তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল[২৭], বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে-
দেবলোভে, দৈত্যকুলে-মাৎসর্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে র-, নক্ষত্র আকাশে ?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড় ; হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর ! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,

---

২৩. ত্বিষাম্পতি—সূর্য। ২৪. নক্র—কুমীর।২৫. প্রক্ষেড়ন—লৌহময় বাণ, নারাচ।২৬. স্যন্দন—রথ।২৭. দেউল—< দেবকুল—দেবালয়, মন্দির।।

রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
ও হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা ! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !" ৩৬০
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য ! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি ! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যাজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজিপাল ; গর্জি গজ সাপটে প্রমদে[২৮] ৩৭০
মুদগর ; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গাগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে !
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী ৩৮০
ঊষা যথা ! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী ; — ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে, — "চল, ওহে উঠিগ্নে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে
মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে ৩৯০
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে, চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ; — ৪০০
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদান ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরশে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ; বসেছে, একাকী ৪১০
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র, —কৈলাস গিরি। তব উচ্চ চূড়ে।

২৮. প্রমদে—প্রমত্ত হয়ে।

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘর বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী ! ৪২০
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে !
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
প্রভাময় ?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া, ৪৩০
রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
উর্ধ্ব ফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল ! ৪৪০
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গাধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে ৪৫০
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে[২৯] তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্বভুক ? কি কৌতুক এ তব কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার ! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে !
নিঃশঙ্ক করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আইন রাজপদে দিব বিভীষণে ৪৬০
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গানাদিগ্রাম ! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমু, বিদাও আমারে !"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি !
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে !
মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে ! এত দিনে মজিলি দুর্মতি ;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে !" ৪৭০
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে ! ঝলসি আঁখি কালনল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শত্রুকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র ! কহিলা রাবণি,-

২৯. প্রপঞ্চে—মায়ায়, ছলনায়।

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
বক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। ৪৮০
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;— কি আর কহিব ?"
জলদ-প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে[৩০] বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি যে কৌশলে !"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে !) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই ! ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, ৫০০
পামর ! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি ?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা ! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
তাহায় ! কার্মুক[৩১] ধরি কর্ষিলা ; রহিল ৫১০
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে !
যথা শুণ্ডধর[৩২] টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গাধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতল শূল হস্তে, ধূমকেতুসম[৩৩]
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণে রণে !
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে, ৫২০
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ ? নিকষা, সতী তোমার জননী !
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী !
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, ৫৩০
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে[৩৪] ।"
উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্। রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

---

৩০. আনায় মাঝারে—ফাঁদে বা জালের মধ্যে। ৩১. কার্মুক—ধনুক। ৩২. শুণ্ডধর—হাতি। ৩৩. ধূমকেতুসম—ধূমকেতুর মতো অমঙ্গল সূচক। ৩৪. আহবে—যুদ্ধে।

অনুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে, রাবণি ;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে, শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ? ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?"
মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
"নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?"
রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ; কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিল শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস-শরজালে বিঁধেন তারকে।
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)

বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ ঘন্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্তরথি-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে ! ৬২০

ত্যাজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পুরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল ৬৩০
কনক-মুকুট খসি, রথচুড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মুর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, ৬৪০
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন, আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা ৬৫০
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে !
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন ৬৬০
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ রুষিলে ?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,

কলঙ্কি ?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ ? লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে। ৬৭০

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে,—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি ৬৮০
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !
হে কর্বুরকুলগর্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গানাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ; ৬৯০
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী[৩৫], উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !"

এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি অপরাধ নহে
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে। ৭০০
বাজিছে মঙ্গালবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্ধ্বশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে ৭১০
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরসে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।

প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস,[৩৬] জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শত্রুজিৎ !" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে ৭২০
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,

৩৫. রক্ষঃঅনীকিনী—রাক্ষস সেনাদল। 'অনীকিনী' অক্ষৌহিনীর পূর্ববর্তী সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাপক। বাংলায় শব্দটি সৈন্যদল অর্থেই ব্যবহার হয়। ৩৬ রঘুবংশ—অবতংস-রঘুকুলের শিরোভূষণ (রাম)।

হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্য ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত
মানব ; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে !" ৭৩০
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গাল তুমি রক্ষোবেশে।
কিনিলে রাঘবকুলে আমি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পুজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী !" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল, ৭৪০
"জয় সীতাপতি জয় !" কটক চৌদিকে,-
আতঙ্গো কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে !

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

৪৮.৫ সারাংশ—১

ষষ্ঠ সর্গের মূল ঘটনা লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ। দৈবাস্ত্র লাভ করবার পর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে সেটি কীভাবে পেলেন তা বর্ণনা করে। তিনি জানান লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী বলেছেন দেবতারা সকলে তাঁর প্রতি প্রসন্ন। ইন্দ্র দৈবাস্ত্র পাঠিয়েছেন, সেগুলি তিনি লক্ষ্মণকে দিয়ে বলেন সে যেন বিভীষণের সঙ্গে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করে। দেবী আরও বলেছেন, তাঁর কৃপায় তাঁরা অদৃশ্যভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করতে পারবেন।

রামচন্দ্র বলেন, যে ভীষণ শত্রুর ভয়ে দেব-নর সকলেই ভীত, সেখানে লক্ষ্মণকে তিনি কেমন করে পাঠাবেন ? সীতা উদ্ধারের জন্য বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ নেই। তিনি রাজ্য সম্পদ, বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব সব হারিয়েছেন—বাকি ছিলেন সীতা, সেও রাবণ কর্তৃক অপহৃত, এখন একমাত্র লক্ষ্মণ আছেন, তাকেও যদি যুদ্ধে হারাতে হয়, এই আশঙ্কায় বলেন আর যুদ্ধে কাজ নেই।

রামের এই খেদোক্তিতে লক্ষ্মণ বলেন, দেবতা যেখানে সহায় যেখানে এই খেদ অনুচিত। তিনি যদি রামচন্দ্রের আদেশ পান তাহলে লঙ্কায় প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবেন। সুতরাং দেবতাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করা ঠিক হবে না। বিভীষণও অনুরূপে বোঝালেন এবং বললেন স্বপ্নে দেবী তাঁকে আদেশ দিয়েছেন মেঘনাদবধ-এ লক্ষ্মণকে সাহায্য করতে। তবুও রামচন্দ্র আশ্বস্তবোধ করেননি। রামচন্দ্রের জন্য যে লক্ষ্মণ রাজ্যে, মা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছেন সেই লক্ষ্মণের জীবন বিপন্ন করে তিনি কেমন করে সীতা উদ্ধারে পাঠাবেন ? তাই এ চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। এমন সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন, দেবাদেশ অবহেলা করা অনুচিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখেন সাপ আর ময়ূরের এক যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধে ময়ূরের মৃত্যু হলে সাপ গর্জন করতে লাগল। বিভীষণ ব্যাখ্যা করে বললেন সাপের কাছে সর্পভক্ষক ময়ূরের পরাজয় ঘটেছে, তার অর্থই হল লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু হবে।

রামচন্দ্র আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে দৈবাস্ত্রে সাজিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে দ্রুত অদৃশ্যভাবে যাত্রা করলেন। মায়াদেবী রাক্ষসকুল-রাজলক্ষীর মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর তেজ সম্বরণ করতে অনুরোধ করলেন। রাজপুরলক্ষ্মী মায়াদেবীর সঙ্গে মন্দির ত্যাগ করে লঙ্কার পশ্চিমদ্বারের দিকে গেলেন। লঙ্কায় একের পর এক অঘটন ঘটতে লাগল।

মায়াবলে লক্ষ্মণের স্পর্শমাত্রে লঙ্কার সিংহদ্বার খুলে গেল, কেউ শব্দ শুনতে পেল না, এবং তাঁদের কেউ দেখতে পেল না। লঙ্কার অপরূপ ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তাঁরা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পৌঁছুলেন—সেখানে নির্জনে বিবিধ উপাচার বেষ্টিত হয়ে মেঘনাদকে ধ্যানে রত দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণের অস্ত্রের শব্দে মেঘনাদের ধ্যান ভঙ্গ হল। লক্ষ্মণের রূপ ধরে অগ্নিদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মনে করে। এভাবে তাঁর আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে লক্ষ্মণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং দেব অসি কোষমুক্ত করে মেঘনাদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, মেঘনাদ বললেন, যদি সত্যই তাঁর যুদ্ধে সাধ জাগে তা পূর্ণ করবেন। কিন্তু নিরস্ত্রকে আক্রমণ করা বীরধর্ম নয়, তাই তাকে অস্ত্র-সজ্জিত হবার সুযোগ দেওয়া বিধেয়। লক্ষ্মণ বললেন রাক্ষসের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম পালন অর্থহীন—শত্রুকে যে কোনো উপায়ে বধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। লক্ষ্মণের এ কথায় মেঘনাদ তার তীব্র নিন্দা করেন। এবং অবশেষে পূজার কোষা তুলে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করেন। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়লে তাঁর দৈবাস্ত্র কেড়ে নিতে গিয়ে পারলেন না, বুঝলেন এ হোল দেবতাদের ষড়যন্ত্র। দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন শূলধারী বিভীষণকে। বিষণ্ণভাবে মেঘনাদ বললেন, এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে লক্ষ্মণ এখানে প্রবেশ করেছেন। বিভীষণের এ হেন কাজের জন্য মেঘনাদ তাঁর নিন্দা করলেন। পিতৃব্যকে অনুরোধ করলেন পথ ছেড়ে দিতে, তাহলে তিনি অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র নিতে পারেন। বিভীষণ নিজেকে রামচন্দ্রের দাস বলায় মেঘনাদ তাঁকে ধিক্কার দিলেন। বিভীষণ লজ্জাবনত মুখে বললেন, তাকে ভর্ৎসনা বৃথা, রাবণের পাপের জন্যই সবংশে ধ্বংস হতে চলেছেন। মেঘনাদ তখন বললেন হীন সংসর্গে থাকার জন্যই আজ বিভীষণ এতই অধঃপতিত হয়েছেন যে, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

এদিকে মায়ার যে- লক্ষ্মণ চেতনা পেয়ে মেঘনাদকে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করতে লাগলেন। মেঘনাদের দেহ থেকে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে মাটি লাল হয়ে গেল। বেদনায় অস্থির মেঘনাদ একের পর এক পূজাপাত্র লক্ষ্মণের দিকে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু মায়ার প্রভাবে তা তাঁর গায়ে লাগল না। গর্জন করে লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হলে মায়ার বলে দেখলেন দেবতারা লক্ষ্মণকে আঁড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে হতাশ হলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ দৈব-অসি দিয়ে মেঘনাদকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পৃথিবী কেঁপে উঠল, সমুদ্র উদবেল হল, ভৈরব রবে বিশ্ব পূর্ণ হল। রাজসভায় রাবণের মাথার সোনার মুকুট খসে পড়ল। প্রমীলা ভুলে অকস্মাৎ কপালের সিঁদুর মুছে ফেললেন, মন্দোদরী বিনা কারণে মূর্ছিত হলেন, রাক্ষস শিশুরা কেঁদে উঠল।

মৃত্যুপথযাত্রী মেঘনাদ বললেন তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না, কিন্ত একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে, এটিই তাঁর দুঃখ। লক্ষ্মণকে দেবদৈত্য মানব কেউই শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন না, তাঁর অপযশ কোনো কালে ঘুচবে না।

মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণও শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণের কোনো হাত নেই, বিধির বিধানেই সব ঘটেছে। এখন অনতিবিলম্বে ফিরে গিয়ে রামচন্দ্রের উৎকণ্ঠা দূর করা কর্তব্য। অবশেষে তাঁরা রামচন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে মেঘনাদ নিধনের সংবাদ দিলে, রামচন্দ্র তাঁদের সাধুবাদ ও বিভীষণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শঙ্করীর পূজা করতে বললেন। আকাশে

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, 'জয় সীতাপতির জয়' ধ্বনিতে লঙ্কার অধিবাসীরা সচকিত হল।

৪৮.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) ঃ শব্দার্থ, টীকা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তজি সে উদ্যান — লঙ্কার যে উদ্যানে 'চণ্ডীর দেউল' আছে, সেখানে দেবীর কাছ থেকে বর লাভ করে সুমিত্রা পুত্র লক্ষ্মণ সেই উদ্যান ত্যাগ করে রঘু-রাজ রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে গেলেন।

নীলোৎপলাঞ্জলি — নীলপদ্ম দিয়ে লক্ষ্মণের দেবীর অর্চনার বিষয়টি কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের ঘটনা থেকে পরিকল্পিত।

নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি — সীতা উদ্ধারের জন্য মেঘনাদ ও রাবণ বধ প্রয়োজন। কিন্তু মেঘনাদ যে রকম পরাক্রমশালী, ভাই লক্ষ্মণকে পাঠালেন, তাঁর জীবনশঙ্কা আছে। তাই লক্ষ্মণের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে বিনাশের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে সীতা উদ্ধারের চেষ্টা না করার কথা বলেছেন। দেবানুগ্রহ ও দৈবাস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও, ভাইয়ের প্রতি মমত্ব ও মেঘনাদের দুর্বার শক্তির পরিচয় তুলে ধরবার জন্য এ অংশ পরিকল্পিত হয়েছে মনে করা যায়। কিন্তু এর ফলে মেঘনাদের বীর্যবত্তার পরিচয় পেলেও রামচন্দ্রের চরিত্রমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে — রামের এই হতাশা ও বিলাপের সাহায্যে পরোক্ষে মেঘনাদ-এর গৌরব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আছিল, ডরায় পালিস প্রভৃতি লোকায়ত শব্দ মধূসূদন অনায়াসে মহাকাব্যেও প্রয়োগ করেছেন।

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী — লক্ষ্মণকে এখানে রামচন্দ্রের চেয়ে পৌরুষ-সম্পন্ন করে আঁকা হয়েছে।

কালমেঘসম দেবক্রোধ — দেবতাদের বিরুপতার কারণে স্বর্ণলঙ্কার দীপ্তি মেঘছায়াবৃত হয়েছে—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক শোভা অন্তর্হিত হয়েছে।

দেবহাস্য উজলিছে — দেবতারা যে রামচন্দ্রের প্রতি সুপ্রসন্ন, তা বোঝা যায় রামচন্দ্রের শিবিরের উজ্জ্বলতায়।

কে কোথা মঙ্গালঘট ভাঙে পদাঘাত — পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঙ্গাল ঘট। তাকে কেউ পদাঘাতে ভাঙে না। দেবানুগ্রহ পেয়েও মূঢ়ের মতো কেউ তাকে ভীতিবশে প্রত্যাখ্যান করে না।

স্মারিলে পূর্বের কথা — ইতোপূর্বে দুবার মেঘনাদের যে বীরত্বের পরিচয় পেয়েছেন, তা মনে হলে।

নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি — বিভীষণকে সম্বোধন করে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের আর প্রয়োজন নেই বলেছেন, প্রধানতঃ মহাবিক্রমশালী ইন্দ্রজিতের কাছে লক্ষ্মণের পরাভাবের সম্ভাবনার কাথ ভেবে। এই সর্গের প্রথমদিকেও এ ধরনের উক্তি আছে।

দেবাকৃতি, দেববীর্য — রামচন্দ্রের বানর সৈন্যরাই এ সংকটে একমাত্র সহায়। তাই বানরদের 'rabble' বললেও এখানে তিনি তাদের অসামান্য মহিমাকে স্মরণ করেছেন—বলেছেন, তারা দেবতাদেরই মতো শক্তিধর।

আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী — আকাশ থেকে সৃষ্ট বাণী ; দৈববাণী।

অহিসহ যুঝিছে অম্বরে শিখী — আকাশে সাপের সঙ্গে ময়ূরের যুদ্ধ হচ্ছে। এই চিত্রকল্পটি ইলিয়াড কাব্যের অনুসরণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

জ্বলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল — যুদ্ধে রত সাপের মুখ থেকে তীব্র বিষ প্রলয়ংকর আগুনের মতো আকাশে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত — হাতির দাঁতে তৈরি।

কালানল সম তেজঃ তব..... এ নগরে ? — শক্তিময়ী তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ শত্রু মনোভাব নিয়ে কে লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ লঙ্কার রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ প্রসন্ন তখন কারও পক্ষে রাবণ তথা লঙ্কার ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রাক্তনের গতি — পূর্বকৃত কর্মফল — অদৃষ্ট।

বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা — লক্ষ্মীদেবীর তেজ সংবরণের ফলে যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল, তা আসলে বৃষ্টি নয়— লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অশ্রু বর্ষণ।

বিরূপাক্ষ ; তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর — এরা সকলেই রাক্ষস সেনাপতি।

দৈত্যকুল-মাৎসর্য — দৈত্যদের ঈর্ষার বস্তু।

মগাশীসঞ্জিনী — মৃগনয়না সুন্দরীদের গর্বহারিণী।

আয়সা-আবৃত — লৌহনির্মিত বর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমিশূর—ইত্যাদি — সুরক্ষিত লঙ্কার সুরক্ষিততর যজ্ঞগৃহে প্রতিপক্ষ লক্ষ্মণের প্রবেশ কল্পনাতীত। দেহকান্তি-শোভিত লক্ষ্মণকে দেখে দেবতা লক্ষ্মণের রূপধারণ করে তাকে বর দিতে এসেছেন মনে করে ইন্দ্রজিৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সাষ্টাঙ্গ (স-অষ্ট + অঙ্গ)—জানুদ্বয়, পদদ্বয়, করদ্বয়, বক্ষ, শির, বুদ্ধি, বাক্য ও দৃষ্টি অথবা দুই জানু, দুই পা, দুই হাত, হৃদয় ও ললাট — এই আটটি অঙ্গ।

রৌদ্র দাশরথি — রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর লক্ষ্মণ।

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে — ধার্মিক নলরাজার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কলি তার শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে চেষ্টা করেও অনেকদিন কোনো সুযোগ পায়নি। নল একদিন ভুলে অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা করায় কলি তাঁকে আশ্রয় করে তাঁকে রাজচ্যুত এবং স্ত্রী দময়ন্তী থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অনুরূপে মেঘনাদের হলেও প্রতিদিন কোনো ভয় স্থান পায়নি। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর মনে ভয় হল। এ থেকেই মেঘনাদের বিনাশ সম্ভাবনা হল।

শত্রু করে যথা ইরম্মদনয় বজ্র — ইন্দ্রের হাতে বজ্রের শক্তিতে পূর্ণ যে বজ্র হাতে তারই মতো চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ দীপ্তিময় ভয়ঙ্কর তরোয়াল তুলে ধরল।

ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালি ইত্যাদি — লক্ষ্মণের এ হেন উক্তি তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে। পক্ষান্তরে মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ শান্ত সংযত ও শিষ্ট আচরণ তাঁর চরিত্রমহিমাকে বাড়িয়েছে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—বীরের কথা নয়। এই উক্তি লক্ষ্মণ চরিত্রকে করেছে, সেই সঙ্গে মেঘনাদকে উজ্জ্বল করেছে।

নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি — রাত্রির নিস্তব্ধতায় আকাশের মেঘের ক্রুদ্ধ গর্জন যেমন গম্ভীর শোনায়। সেই রকম গম্ভীর কণ্ঠে।

স্থাপিলা বিধুরে বিধি ..... ধূলায় ? — মহাদেবের ললাটের চাঁদের সঙ্গে তুলনার বিষয় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে — মেঘনাদের এটি বক্তব্য। 'যান গড়াগড়ি' শব্দযুগল বক্তব্যটিকে পাঠকের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মধুসূদন লোকায়ত শব্দকে এভাবে অনায়াসে প্রয়োগ করে, প্রথাসিদ্ধ শব্দ বিন্যাসে স্বাভাবিকতা এনেছেন।

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! — বিভীষণের রাক্ষসরাজ-পক্ষ পরিত্যাগের মতো নিন্দনীয় কাজের জন্য গঞ্জনা করতে গিয়ে মেঘনাদের মনে পড়ে, হীনমতি রামের সংসর্গেই এরকমটি ঘটেছে। সংসর্গজনিত হীনতা ভর্ৎসনায় দূর হবে না। তাই বিভীষণকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা। নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে চরিত্রের অবনতি ঘটে। এই সাধারণ সত্যটির উল্লেখ করে, রামের সংসর্গেই বিভীষণের এমনটি ঘটেছে। মেঘনাদ বোঝাতে চেয়েছেন।

বামেতর নয়ন — বামভিন্ন অন্যতর নয়ন অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। লোকপ্রচলিত বিশ্বাস স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বা চোখ কাঁপা অমঙ্গালের সূচক।

মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী আচম্বিতে — সন্তান যে যত দূরেই বা যেখানেই থাকুক তার কোনো বিপদ ঘটলে, মা অন্তরে তার আভাস পান। যজ্ঞশালায় মেঘনাদের পতনে জননী মন্দোদরী অন্তঃপুরে নিজের ঘরে অকস্মাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

বাজিছে মঙ্গালবাদ্য ইত্যাদি — মেঘনাদবধ যে দেবতার ইচ্ছায় ঘটেছে এবং সেই কারণেই দিব্য বাদ্যধ্বনি দেবতাদের আনন্দ জ্ঞাপন করছে। একথা বলে, তিনি ধর্মপরায়ণ বিভীষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন।

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র ইত্যাদি — পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রোণবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য, পুত্র অশ্বত্থামা রাত্রে গোপনে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচটি ছেলেকে বধ করে যে আনন্দ ও ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিলে, সেইভাবে।

আতঙ্কে কনকলঙ্কা জাগিল যে রবে — মেঘনাদকে বধ করে লক্ষ্মণ শিবিরে ফিরলে রামচন্দ্রের সৈন্যরা 'জয় সীতাপতি জয়' ঘোষণা করলে লঙ্কার অধিবাসীদের সেই ধ্বনি সন্ত্রস্ত করে তোলে।

এই সর্গটিতে কবি তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্যে মেঘনাদ চরিত্রটিকে সবিশেষ মহিমান্বিত করেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় কবি এখানে ততোধিক অনুদার—তাঁর মহিমা নানাভাবে খর্ব করেছেন। মেঘনাদ এখানে শৌর্যে-বীর্যে ও পৌরুষে যেমন উজ্জ্বল, লক্ষ্মণ তেমনি হীন, অমানুষ। দৈববলে বলীয়ান লক্ষ্মণের মেঘনাদ বধ এক অগৌরবের কাজ। সর্গের মূল ঘটনা রামায়ণ বহির্ভূত না হলেও কাহিনী গ্রন্থনা পূর্বাপর রামায়ণ অনুসারী নয়। লক্ষ্মণ চরিত্রের কাপুরুষতা দুর্বলতা রামায়ণ বিরোধী। সর্গ-বর্ণিত রামচন্দ্রের সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দর্শন ইলিয়াড কাব্যে হেক্টরের আকাশে ঈগল পাখির সঙ্গে সাপের যুদ্ধ দর্শনের প্রভাবে রচিত।

অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬০ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত দেখুন। যেগুলি ভুল হবে, এককের উপরের অংশগুলি আরও ভালো করে পড়লেই সংশোধন করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) _____ সদৃশ

_____ বেড়িল দেশ, পুড়িল চৌদিকে

_____ ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি

_____ ; বায়ুদেব গেল চলি দূরে।

খ) বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে

বীরবেশে _____, _____ রণে।

বরষিলা _____ দেব ; বাজিল আকাশে

_____ ; শূণ্যে নাচিলা _____,

স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল পুরিল _____।

গ) মধুসূদনের জন্ম _____ শে _____ ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে _____ _____।

ঘ) _____ পরাজিত হলেন। _____ পরায়ণা _____ শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন।

ঙ) মধুসূদন _____ সালে দুটি প্রহসন _____ ও _____ এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক _____ রচনা করেন।

২) সঠিক উত্তরে টিক (✔) চিহ্ন দিন।

ক) মধুসূদন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন — ১। ১৮৪৮

২। ১৮৪৩

৩। ১৮৫৬

খ) মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা কাল — ১। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ

২। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ

৩। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ

গ) মধুসূদন লাতিন শেখেন — ১। মাদ্রাজে

২। হিন্দু কলেজে

৩। বিশপস কলেজে

ঘ) মধুসূদনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ — ১। হেক্টর বধ

২। মায়াকানন

৩। বিষ না ধনুর্গুণ

৩) নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

মহোরগ, পিধানে, আর্দ্রিল, জীমূতাবৃত, বিভাবসু, বায়ুসখা, অবিচয়ি, কাকোদর, পরুষ, অনীকিনী, অবতংস, কার্মুক।

৪) নীচে কয়েকটি শব্দ ও অর্থ দুটি সারিতে বিন্যস্ত আছে। শব্দের সঠিক অর্থটি চিহ্নিত করুন।

বাদিএ	—	কার্ত্তিকেয়
কাদম্বিনী	—	বৃষ্টি
স্কন্দ	—	কুমীর
দিবিন্দ্র	—	মেঘরাজ
নক্রু	—	আকাশ
আনায়	—	মেঘমালা
আহবে	—	সংগ্রামে, যুদ্ধে
জীমূতেন্দ্র	—	জাল
আসার	—	ইন্দ্র
শব্দবাহক	—	বাজনা

৫) নীচের প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিক উত্তর দিন।

ক) 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি'—কথাটি কে বলেছেন? কেন বলেছেন? বক্তা সম্পর্কে আপনার ধারণা সংক্ষেপে লিখুন।

খ) মূলপাঠ অবলম্বনে রাবণের পাঁচজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করুন।

গ) 'সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর'—কে, কাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণা করেছেন এবং কেন করেছেন? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) 'ক্ষাত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব'—বক্তা কে? বক্তা একথা কেন বলেছেন? বক্তা সম্পর্কে আপনার অভিমত লিপিবদ্ধ করুন।

ঙ) 'আতঙ্কে কনক লঙ্কা জাগিল সে রবে'—কনকলঙ্কা আতঙ্কে জেগে উঠল কেন? বুঝিয়ে দিন।